বাংলা-সংস্কৃত-অভিধান

শুক্লা সেন
ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপিকা

রত্না সেন
ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা

অনুরাধা সেন
রামমোহন কলেজ ও বেথুন কলেজের প্রাক্তন আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা
এবং
তৃষ্ণা চ্যাটার্জী
লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপিকা

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রাক্-কথন

শব্দের অর্থ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলেই অভিধানের সাহায্য নিতে হয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর বাঙ্গালা ভাষার অভিধান নামক তথ্য সমৃদ্ধ এবং বিপুল সংখ্যক বাংলা শব্দের অর্থ উদ্ঘাটনকারী অভিধানটিতে বুৎপত্তি নির্দেশ সহ অভিধানের অর্থ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন— [অভি (সম্যক্) ধা (ধারণ, পোষণ করা)—অন* (ধি)] যাতে অর্থ সম্যক্ রূপে ধৃত হয় বা *(ণে)-অন, যদ্দ্বারা অর্থের সম্যক্ প্রকাশ হয়। সুতরাং অভিধান হল শব্দের অর্থ উদ্ধারের সাধন। ভাষাভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচনের জন্য প্রয়োজন হয় অভিধানরূপ চাবিকাঠি বা কুঞ্চিকা।

বাংলাভাষার বিশাল শব্দভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করেছে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ। বিভক্তিবিহীন বহু সংস্কৃত শব্দ যেমন বাংলা ভাষায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে তেমনই কিছু সংস্কৃত শব্দ কালক্রমে বেশ খানিকটা রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে বদলে গিয়েও বাংলা ভাষাতে গৃহীত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত তৎসম ও তদ্ভব শব্দ এবং দেশজ শব্দ ছাড়াও বহু বৈদেশিক, অবঙ্গীয় ও অনার্য শব্দ বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে ভরিয়ে তুলেছে। বাংলা ভাষার এই বিবিধ, বিচিত্র শব্দ রাশির অর্থ উদ্ধার করে রচিত হয়েছে বহু বাংলা অভিধান। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পাঠার্থী ও অনুরাগীদের জন্য সংস্কৃত শব্দের অর্থ প্রদর্শনকারী বহু সংস্কৃত-বাংলা বা সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানও রচিত হয়েছে। কিন্তু উলটো দিক দিয়ে বিভিন্ন বাংলা শব্দের কি সংস্কৃত প্রতিশব্দ হতে পারে এই আগ্রহ তর্পণের জন্য কোন অভিধান চোখে পড়ে না। কিন্তু যেহেতু সংস্কৃত ভাষা আজও সমান সমাদরে সর্বত্র পঠিত হয়ে চলেছে সেই কারণে বিভিন্ন বাংলা শব্দের সংস্কৃত অর্থ প্রদর্শন করাও একটি প্রাসঙ্গিক প্রয়োজন বলে মনে হওয়ায় এই বাংলা-সংস্কৃত অভিধানটি রচনা করার একটি প্রয়াস করা হয়েছে। এও আশা করা যায় যে ছাত্রছাত্রীদের

বাংলা সাহিত্য থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে অনুবাদ ক্ষেত্রেও এই অভিধানটি সহায়ক হবে। এছাড়া আগ্রহী যে কোন বিদ্যোৎসাহীর কাছেও যদি এই অভিধানটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় তাহলে এই অভিধানলেখিকাদের শ্রম সার্থক হবে।

বাংলা ভাষায় যে সংস্কৃত শব্দগুলি অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে, সেগুলির বাংলা ভাষায় প্রচলিত অর্থটি এই অভিধানে যেমন বলা হয়েছে, তেমনই যে অর্থগুলি সংস্কৃতভাষাতেই সঞ্চিত থেকেছে, বাংলায় অনুস্যূত হয়নি সেই অর্থগুলিও পাঠকের অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করার জন্য ও সংস্কৃত ভাষার বিপুল বৈচিত্র্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কমবেশি উল্লিখিত হয়েছে। একই অর্থ বহনকারী বহু শব্দ সংস্কৃত ভাষায় উপলব্ধ হওয়া যায়, যেগুলি বাংলায় ততটা বা একেবারেই প্রচলিত নয়, কিন্তু সেই শব্দগুলিও সংস্কৃত ভাষার শব্দ সম্ভারের প্রাচুর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হয়েছে। বহু অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাংলা শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ বাছতে অনেক সময় অপারগ হওয়ার কারণে বাংলা শব্দটির অর্থ সংস্কৃতে বিশ্লেষণ করে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

যে সকল বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সেই শব্দগুলির উৎসও এই অভিধানে যথাসম্ভব উল্লিখিত হয়েছে।

বাংলা শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দটি বলার ক্ষেত্রে বিভক্তিবর্জিত সংস্কৃত প্রাতিপদিকটি বলা হয়েছে এবং বন্ধনীর মধ্যে শব্দটির স্বরূপ এবং বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দের ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্দেশ করা হয়েছে। লিঙ্গ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মূলশব্দটি কোন লিঙ্গের সেটুকুই নির্দেশ করা হয়েছে। লিঙ্গভেদে বিভিন্ন রূপ নির্দেশ করা হয় নি। যেমন—বিদ্বস্ উভয়লিঙ্গ বলে নির্দিষ্ট হলেও পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ ক্রমে বিদ্বান্, বিদুষী—এইরূপে সুবন্ত সাধিত পদের নির্দেশ করা হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য প্রধানত বোধসৌকর্যের নিমিত্ত শব্দের বিভক্তি সহ অর্থ স্পষ্টরূপে লিখিত হয়েছে। এই অভিধানে তৎসম শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হয়নি। অভিধানটিতে কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দের বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মহাকবিদের দ্বারা রচিত সংস্কৃত কাব্যাদির অতিসুন্দর রমণীয় কিছু

বাক্যবন্ধের সঙ্গে রসিক পাঠকের পরিচয় সাধন। সংস্কৃত বর্ণমালার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য এবং বর্ণসমূহের উচ্চারণবিধি বাংলায় অনুসৃত হয়নি। যেহেতু অভিধানটি বাংলা থেকে সংস্কৃত শব্দার্থবিষয়ক সেই কারণে শব্দগুলি বাংলা বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। বাংলায় সংস্কৃতের অন্তঃস্থ 'ব' ও বর্গীয় 'ব'-এর মতই উচ্চারিত হয়। সেই কারণে বর্গীয় 'ব'-এর সঙ্গেই অন্তঃস্থ 'ব' গৃহীত হয়েছে।

সংখ্যাবাচক বাংলা শব্দগুলির সংস্কৃত প্রতিশব্দ মূল গ্রন্থে অনুর্ভুক্ত না করে অভিধানের শেষে আলাদাভাবে যথাসম্ভব সবিস্তারে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র লাহিড়ীর 'পাণিনীয়ম্' গ্রন্থটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অভিধানে সংকলিত বাংলা শব্দগুলি প্রধানত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত অর্থ নির্দেশ করার ক্ষেত্রে বামন শ্রীরাম আপ্তের "The student's Sanskrit English Dictionary", The student's English Sanskrit Dictionary' এবং Monier Williams-এর A Sanskrit-English Dictionary-র সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অভিধান প্রস্তুত করার কাজটি অত্যন্ত দুরূহ এবং শ্রমসাধ্য। বাংলা-সংস্কৃত অভিধানের কাজটিও অভিনব হওয়ায় লেখিকাদের অনবধানবশত কিছু অনিচ্ছাকৃত দোষত্রুটি হয়তো অনিবার্যভাবে থেকে গেছে। সুধী পাঠক সেগুলির প্রতি লেখিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা বাধিত হবেন। যদি কোন নতুন প্রস্তাব থাকে সেগুলিও অবশ্যই গ্রহণের চেষ্টা করা হবে। ছাত্র-ছাত্রী ও রসিক পাঠকগণ যদি অভিধানটি সাগ্রহে গ্রহণ করেন তাহলে লেখিকাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে।

* ধি = অধিকরণ/কারকে/বাচ্যে

* ণে = করণ/বাচ্যে/কারকে